নির্বাচন কমিশন বার্তা

www.ecs.gov.bd

১০ম বর্ষ | ৪১-৪২ তম সংখ্যা | জুলাই ২০২০ -ডিসেম্বর ২০২০

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করলো বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। ১৫ আগস্ট ২০২০ সকালে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদার নেতৃত্বে মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম ও মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাৎ হোসেন চৌধুরী (অব.) ধানমন্ডি-৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। এ সময় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো: আলমগীর, অতিরিক্ত সচিব জনাব অশোক কুমার দেবনাথসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় কমিশনের পুষ্পার্ঘ অর্পণ শেষে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আলমগীর এর নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব অশোক কুমার দেবনাথসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সচিবালয়ের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে বাংলাদেশ ইলেকশন কমিশন অফিসার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করছেন মাননীয় কমিশন

পুষ্পার্ঘ অর্পণ শেষে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সেই ভয়াল দিনের কথা স্মরণ করেন।

বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৫ আগস্ট এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ১৯৭৫ সালের এদিনে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদাত বরণ করেন। একই সাথে শহীদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেলসহ অনেক নিকট আত্মীয়। এমন ঘটনা কেবল দেশের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার শোকাহতচিত্তে এসব শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সকল শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

এ সংখ্যায় যা আছে

- জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ
- করোনা পরিস্থিতি কাটিয়ে স্থানীয় সরকারের শতাধিক প্রতিষ্ঠানে ভোটগ্রহণ শুরু
- দেশের ২০৮ টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ভোটগ্রহণ
- নির্বাচন কমিশন সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
- বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ইসির বৈঠক
- মাসিক সমন্বয় সভা
- করোনা পরিস্থিতিতে ভোটগ্রহণে ভোটার সচেতনতামূলক বিশেষ প্রকাশনা
- এনআইডি অনলাইন সার্ভিস : সেবার জগতে এক নব অধ্যায়
- প্রশিক্ষণ
- নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ (SCDECS) প্রকল্প

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হচ্ছে

করোনা পরিস্থিতি কাটিয়ে স্থানীয় সরকারের শতাধিক প্রতিষ্ঠানে ভোটগ্রহণ শুরু

একাদশ জাতীয় সংসদের ১৭৮ ঢাকা-৫ এবং ১৯১ ঢাকা-১৮ শূন্য আসনের নির্বাচন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সমন্বয় সভা

বিশ্বে চলমান কোভিড-১৯ মহামারি বা করোনা পরিস্থিতি সামাল দিয়ে স্থানীয় সরকারের অন্তত একশোর অধিক প্রতিষ্ঠানে ভোটগ্রহণ শুরু করলো বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। ১০ অক্টোবর ২০২০ তারিখ থেকে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন পদে সাধারণ ও উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হয়। এসব নির্বাচনের কোন কোনটিতে ইভিএম-এ আবার কোনটিতে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হয়।

২০ অক্টোবর ২০২০ দেশের ২০৮ টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ভোটগ্রহণ

দেশের ২০৮টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ভোটগ্রহণ করা হয় ২০ অক্টোবর ২০২০ তারিখে। এর মধ্যে ৭টি জেলা পরিষদে উপনির্বাচন, একটি জেলায় চেয়ারম্যান পদে এবং ৬টি জেলায় সদস্য পদে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা পরিষদ নির্বাচনে সাধারণ ভোটারদের ভোটদানের কোন সুযোগ না থাকায় ভোটাররা সরাসরি ভোট প্রয়োগ করেন ২০১টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে। এগুলোর মধ্যে একটি উপজেলায় সাধারণ এবং ৭টি উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদে সাধারণ নির্বাচন এবং ১৭৭টি ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ড সদস্য পদে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ৯টি ইউনিয়ন পরিষদে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হয়।

১০ ডিসেম্বর ২০২০ স্থানীয় সরকারের ৯২টি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ৫টি পৌরসভা, ৩টি ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন এবং ৬৮টি ইউপি, ৪টি জেলা পরিষদ, ২টি পৌরসভা ও ১০টি উপজেলায় উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন কমিশন সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে মাননীয় কমিশনের ৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ, সিনিয়র সচিব মহোদয় এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কমিশন সভা নং-৭২/২০২০
তারিখ: ০২/১১/২০২০

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

- মেয়াদ উত্তীর্নের কারণে কুষ্টিয়া জেলার খোকসা, চট্টগ্রাম জেলার স্বন্দীপ, ঢাকা জেলার ধামরাই, পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা, বরগুনা জেলার বেতাগী, নেত্রকোনা জেলার মদন, পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড়, রংপুর জেলার বদরগঞ্জ, পাবনা জেলার চাটমোহর, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর ও কাজীপুর এবং সীমানা পরিবর্তন ও মামলাজনিত কারণে স্থগিত ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর ও মধুখালী, মাদারীপুর

নির্বাচন কমিশন সভা

জেলার রাজৈর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর ও গাইবান্দা জেলার পলাশবাড়ী পৌরসভাসহ আরো অন্যান্য পৌরসভার নির্বাচনের তফসিল ও রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের বিষয়ে নথিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে মাননীয় কমিশনের অনুমতি নিতে হবে।

- নির্বাচনি কর্মকর্তাদের ToT, EVM, CIMS, RMS, Tab পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

কমিশন সভা নং-৭৩/২০২০
তারিখ: ২৯/১১/২০২০

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

- শীতকালে ভোটগ্রহণের সময়সূচি সকাল ৮.০০ হতে বিকাল ৪.০০ নির্ধারণ করা হলো।
- ইভিএম এর ডেমোনেস্ট্রেশন ছাড়া ইতোমধ্যে মাননীয় কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত পৌরসভা নির্বাচনের সকল প্রশিক্ষণ স্বাস্থ্য বিধি মেনে যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। ইভিএম এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ইভিএম প্রকল্প/জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ হতে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তদানুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।
- নির্বাচনি প্রচার, পর্যবেক্ষণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ, করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে প্রচার ও নির্বাচনি কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- ভোটগ্রহণের দিন সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাধারণ ছুটি থাকবে না। এছাড়া, রিটার্নিং অফিসার স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সংগে আলোচনাক্রমে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন যানবাহন চলাচল সীমিত আকারে বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

The Representation of the people's order, ১৯৭২ Article ৯০B(১)(a)(iii) এবং রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালার শর্তাদি পূরণ না করায় নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল "প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল-পিডিপি" এর নিবন্ধন বাতিল করতে হবে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ইসির বৈঠক

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০ সময়ে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদের বিভিন্ন উপনির্বাচন ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচনের বিষয়ে নানা পরামর্শ দিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ নির্বাচন কমিশনে আসেন। এ সময়ে তারা মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দের সাথে বৈঠক করে চলমান নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিতি হওয়াসহ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। রাজনৈতিকদলের প্রতিনিধিবৃন্দ নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা যেন সমান সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে মাননীয় কমিশনের কাছে দাবি জানান। মাননীয় কমিশন তাদের আবেদন গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া হবে বলে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দকে আশ্বস্ত করেন।

মাসিক সমন্বয় সভা

জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ০৬টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং শাখাসমূহের নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন কাজের বিবরণ তুলে ধরা হয়। প্রতিটি সভা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এবং এতে সভাপতিত্ব করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আলমগীর।

সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং মাঠ পর্যায়ে অফিস সহায়কের পদসহ ২৭৩টি পদে জনবল নিয়োগ, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা, প্রবাসী ভোটার হওয়া এবং স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ, অদ্যবধি ভোটার হওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে যেমন- মালয়েশিয়া ৪৮, সৌদি আরব ৩৯, সিঙ্গাপুর ২৮, সংযুক্ত আরব আমিরাত ৫৩০ এবং যুক্তরাজ্য ১২১টি আবেদন অনলাইনে পাওয়া গেছে মর্মে আলোচনা করা হয়। করোনাকালীন উপজেলা/থানা নির্বাচন কার্যালয় থেকে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ, বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকা উপজেলাসমূহে সোলার প্যানেল সরবরাহ করা, জেলা নির্বাচন অফিসে বিদ্যমান সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ, নির্বাচনি তফসীল ঘোষণার পর যতদ্রুত সম্ভব প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রেরণ এবং করোনাকালীন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়,জেলা নির্বাচন অফিস থেকে প্রেরিত ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষের প্রতিবেদন যাচাই এবং এনআইডি সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণপত্র পাওয়ার পর মাননীয় কমিশনের অভিপ্রায় অনুযায়ী সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মাননীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পুস্পস্তবক অর্পণের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত সকল সরকারি কর্মসূচীতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আওতাধীন আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ।

করোনা পরিস্থিতিতে ভোটগ্রহণে ভোটার সচেতনতামূলক বিশেষ প্রকাশনা

বিশ্বময় কোভিড-১৯ বা করোনা পরিস্থিতিতে ভোটারদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোটপ্রদানে উৎসাহিত করতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে বিভিন্ন ধরণের ব্যানার, ফেস্টুন, লিফলেটসহ নানা ধরণের প্রচার সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। এসব

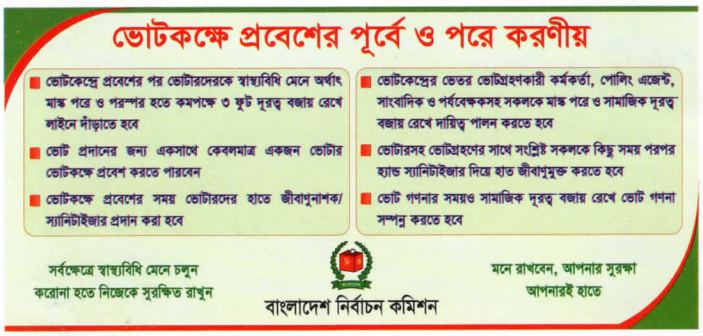

মুদ্রণসামগ্রীতে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পূর্বে ও পরে করণীয়, স্বাস্থ্যবিধি মেনে মিনিমাম ৩ফুট দূরত্ব বজায় রেখে লাইনে দাঁড়ানো, কিছু সময় পর পর জীবাণুনাশক বা হ্যান্ডস্যানিটাইজার দিয়ে হাত জীবাণুমুক্ত করার বিষয়ে ভোটারদের মধ্যে বার্তা দেয়া হয়।

এনআইডি অনলাইন সার্ভিস : সেবার জগতে এক নব অধ্যায়

মহামারি করোনাভাইরাসের লকডাউন সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হলেও প্রযুক্তির কল্যাণে সবকিছুই ছিলো হাতের মুঠোয়। সেই প্রযুক্তির ব্যবহার করে সারা দেশে অনলাইনে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা কার্যক্রম চালু করে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ তথা নির্বাচন কমিশন (ইসি)। করোনা দুর্যোগকালীন সরকারি-বেসরকারি বেশিরভাগ অফিস বন্ধ থাকলেও পুরোদমে এনআইডি সেবায় নিয়োজিত ছিল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। তাদের নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাত্র একমাসের মধ্যেই নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আইডিইএ প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায় সর্বস্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে অনলাইন প্রশিক্ষণ দিয়ে দ্রুততম সময়ে উক্ত সেবা চালু করা সম্ভব হয়েছে। সরকার কর্তৃক যেদিন সারাদেশে লকডাউন শুরু হয়, সেদিনই এ সেবাটা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোপূর্বে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কার্যালয় হতে পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হতো। বর্তমানে এনআইডি সেবা দেশব্যাপী উপজেলা/থানা পর্যায়ে কার্যালয়সমূহে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে মানুষের দ্বারপ্রান্তে নয় বরং নাগরিকদের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেয়া হয়েছে। গত ২৬ এপ্রিল অনলাইনে নিজের এনআইডি নিজেই ডাউনলোড করার ডিজিটাল সেবা উদ্বোধন করা হয়।

১৩ জানুয়ারি ২০২০ সাল পর্যন্ত অনলাইনে এনআইডি সেবা নিয়েছেন এমন নাগরিকের পরিসংখ্যান

- এনআইডি অনলাইন সার্ভিস গ্রহণের উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রেশন করেছেন প্রায় ৫৭.৭৩ লাখ নাগরিক;
- এনআইডি উইং এর ইন্টারনেট লিংকে (https://services.nidw.gov.bd) লগইনের মাধ্যমে নিজ এনআইডি নম্বর জানা ছাড়াও অনলাইন কপি পাচ্ছেন নাগরিকরা। এই এনআইডি দেখতে হুবহু লেমিনেটিং করা এনআইডির মতো। এটি ডাউনলোডের পর প্রিন্ট করে কেবল লেমিনেটিং নিজে থেকে করে নিলেই হয়। উক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এনআইডি ডাউনলোড করেছেন ৩৮.১৪ লাখ নাগরিক। ফলশ্রুতিতে সরকারের প্রায় ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে;
- হারানো/নষ্ট হওয়ার কারণে এনআইডি উত্তোলন করেছে প্রায় ১.১০ লাখ;

প্রশিক্ষণ

অক্টোবর হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট জাতীয় সংসদের ৪টি নির্বাচনি এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচন, ৩১টি পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন/উপ-নির্বাচন, ১২টি উপজেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন/উপনির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন/উপ-নির্বাচন, এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণে মোট ৯২,১৩৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বর্ণিত সময়ে অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণসমূহ নিম্নরূপঃ

জাতীয় সংসদের ৫১ নওগাঁ-৬, ১৭৮ ঢাকা-৫, ৬২ সিরাজগঞ্জ-১ এবং ১৯১ ঢাকা-১৮ নির্বাচনি এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই ৪টি আসনের নির্বাচনে ভোটারগণকে অবহিত করার জন্য জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া প্রদর্শন, প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রে মক ভোটিং এবং ডেমোনেস্ট্রেটরদের প্রশিক্ষণসহ সর্বমোট ১৩,৬১৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। Election Managment System Software ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে মোট ১৫৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উল্লিখিত ৪টি নির্বাচনি এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট মোট ১১,৪১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

পৌরসভা সাধারণ নির্বাচন ২০২০, ০৪ (চার) ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণের লক্ষ্যে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা এবং ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপালনকারী কারিগরি টিমের সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য ৪ ব্যাচে ৭৭ জন কর্মকর্তাকে মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ এবং ৫৬৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT) প্রদান করা হয়। ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটারগণকে অবহিত করার জন্য জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া প্রদর্শন, প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রে মক ভোটিং এর আয়োজন করা হয় এবং ডেমোনেস্ট্রেটরদের প্রশিক্ষণসহ সর্বমোট ৪,৫৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পৌরসভার ১ম ও ২য় ধাপে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ১৬টি ব্যাচে ৩২০ জন কর্মচারীকে Election Management System Software সংক্রান্ত দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২৪টি পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন এবং ৭টি পৌরসভার মেয়র পদে উপ-নির্বাচন উপলক্ষে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট মোট ১০,৪৪১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এ সময়ে ২১টি উপজেলার সাধারণ/উপ-নির্বাচন উপলক্ষে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট মোট ৩৫,৩৬৭ জন কর্মকর্তা- কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ (SCDECS) প্রকল্প

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ (SCDECS) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১১/১০/২০২০ তারিখ হতে ১০/১১/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ২৬ দিনব্যাপী ইংরেজি ভাষা দক্ষতা কোর্সের ২য় ব্যাচে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে. এম. নূরূল হুদা এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম। ইংরেজি ভাষা দক্ষতা কোর্সের ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ গত ১৫/১১/২০২০ হতে ১৪/১২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (অবঃ) এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম।

SCDECS শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং মাঠ পর্যায়ের মোট ১০০ কর্মকর্তাকে "Public Procurement Management" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বর্ণিত "English Language Proficiency Course" কোর্সে মোট ৬৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অত্র সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের মোট ০৫ জন কর্মকর্তা এই প্রকল্পের আওতায় দুই বছর মেয়াদে অনুষ্ঠেয় "Masters in Procurement and Supply Management (MPSM)" মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়ন করছেন।

প্রকাশনা ও সম্পাদনা : এস এম আসাদুজ্জামান, পরিচালক (জনসংযোগ) ও যুগ্মসচিব (চ.দা); ই-মেইল : asad.bec@gmail.com
নির্বাচন ভবন : প্লট ই, ১৪/জেড-এ, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭, ফোন : ৫৫০০৭৫২০, ফ্যাক্স : ৫৫০০৭৫৬৬, web : www.ecs.gov.bd